Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Health Care Worker.
Length of the interview/discussion:
ID: IDI_AMR106_SLM_HCW_Govt_R_29 Oct 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Female	32	SSC	Prescriber	Qualified Practitioner (FWV)	5 Years	Bangali	

প্র: আসসালামুআলাইকুম, আপা আমরা এসেছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে, আমরা একটা গবেষণার কাজে এখানে এসেছি, সেটা হইছে যে আমরা বুঝার চেষ্টা করতেছি মানুষ ও বাসাবাড়ি সমূহে যে পশু প্রাণী আছে বিশেষত মানুষ, এদের জন্য কি ধরনের এন্টিবায়োটিক মানুষ নিতে আসে বা ক্রয় করে এবং স্বাস্থ্যসেবা আপনারা দিয়ে থাকেন, সেই সম্পর্কে কিছু বিষয় আমরা আপনার কাছে শুনবো। তো আপনি কি আপা আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন?

উ: হ্যা বলেন।

প্র: ধন্যবাদ আপা, আপা আমাকে একটু প্রথম বলবেন যে আপনার প্রাত্যহিক যে কাজ, সে সম্পর্কে, আপনার পোস্ট টা কি?

উ: আমার পোস্টটা হচ্ছে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, ফ্যামিলি প্লানিং।

প্র: কতদিন ধরে আছেন এই পেশায়?

উ: আমি আছি আমার চার বছর হইছে চাকরিতে জয়েন করছি, পাঁচ বছর চলতেছে।

প্র: পড়াশুনা?

উ: পড়াশুনা এইচএসসি।

প্র: এইচএসসি পাশ করে আপনারা জয়েন করছেন?

উ: হুম।

প্র: সরকারি ভাবে, না?

উ: হুম সরকারি ভাবে।

প্র: সেইক্ষেত্রে আপনারা কি কোন ধরনের ট্রেনিং বা এই ধরনের কোনকিছু নিয়েছেন?

উ: হ্যা, আমাদের মনে করেন জয়েন করার আগে প্রশিক্ষণের জন্য আঠারো মাস ট্রেনিং, আঠারো মাস ট্রেনিং করে তারপরে আমাদের এই পোস্টে আবার নিয়োগ হয়ে তারপরে জয়েন করা হইছে, আঠারো মাস ট্রেনিং করার পরে।

প্র: তো ট্রেনিং করার পর থেকে আপনার রুটিন ওয়ার্কগুলো কি কি? আপনি কি কাজ করেন সাধারণত, মানুষকে কি সেবা দিয়ে থাকেন?

উ: মানে জয়েন করার পরে?

প্র: আপনার একটা দিনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি..

উ: মানে আমি অফিসে আইসে দিনের কথা?

প্র: জ্বী।

উ: আমাদের প্রথমত মনে করেন অফিসে আসার পরে আমাদের প্রধানত হইলো গর্ভবতী মা নিয়ে, শিশু নিয়ে আর ফ্যামিলি প্লানিং নিয়ে এইগুলাই নিয়ে আমাদের সেবা সমূহ। সাথে সাধারণ রোগীও আছে কিন্তু প্রধানত আমাদের ফ্যামিলি প্লানিং, গর্ভবতী মা আর শিশু এইগুলা দিয়ে তাদের সেবা দিয়ে থাকি।

প্র: কি ধরনের সেবাগুলো প্রোভাইড করেন?

উ: সেবা মানে শিশু আমরা দেখি প্রাথমিক ভাবে জ্বর ঠান্ডা কাশি, এটা যদি মনেকরেন স্বাভাবিক ইয়ে হয়, আমাদের তো কিছু সাপ্লাই আছে সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য, যেগুলা যে প্রায় স্বাভাবিক রোগটা এই ওষুধের মাধ্যমে ভাল হয়ে সেই ই-টাই আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি। যদি দেখি যে না তার বেশি ঠান্ডা অতিরিক্ত তাপমাত্রা বেশি তাহলে তো আর আমরা চিকিৎসা দিতে পারিনা। তাদের পরামর্শ দিয়ে দিই যে অমুক জায়গায় যান, এই প্রেসক্রিপশনও মনেকরেন আমরা মানে আমাদের যে ওষুধটা দেয় ঐটা দিয়েই আমরা চিকিৎসা করি, কিন্তু আমরা প্রেসক্রিপশন কইরা দেইনা। সাধারণত, আমরা পরামর্শ দেই যে সরকারি কোন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সদর হাসপাতালে, অথবা কুমুদিনি হাসপাতালে এইখানে যাইয়া শিশু ডাক্তার দেখানোর জন্য পরামর্শটা দেই। আর গর্ভবতী আমাদের যে মা'রা আসে তাদের আমরা মানে হাতের ইসে যে আমরা পাই, যে প্রাথমিক ভাবে। কারণ আমাদের ইউনিয়ন লেভেলে তো কোন এরকম হাই লেভেলের কোন চিকিৎসা নাই মনেকরেন, কোন পরীক্ষা নীরিক্ষা করার যন্ত্রপাতি নাই। মানে আমাদের এখানে দিছে মানে আমাদের যে প্রশিক্ষণটা দিছে যে চোখে দেখা হাতে দেইখা যে সমস্যাটা পাবো, সেই সমস্যাটা ই করে তারপরে আমরা উপর লেভেলে রেফার করে দিব। কিন্তু সমস্যা না থাকলে আমরা চেকআপ করি, যে বাচ্চার সাউন্ডটা দেখি প্রেশার দেখি, ওজন দেখি, উচ্চতা দেখি। ওটার মধ্যে যদি আমরা দেখে যদি দেখি যে ঝুঁকিপূর্ণ মা তাহলে আমরা রেফার করি, যে অমুক জায়গায় আপনেরা এরকম ই করেন, আর প্রথমে মানে যদি প্রাথমিক অবস্থায় থাকি কোন সমস্যা না থাকে, আমরা সেবা দিয়ে থাকি যে আয়রণ ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য। ভিটামিন আয়রণ ক্যালসিয়াম এগুলা আমাদের সাপ্লাই আছে, আমরা সেগুলা দিয়ে দেই। তারপর আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি কিছু, প্রসব পরিকল্পনার ই নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করি, বাচ্চা হওয়ার হওয়ার পরে কিভাবে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবে, কতদিন খাওয়াবে, কতদিন পরে আবার বাড়তি খাবার খাওয়াবে, সেগুলা নিয়ে পরামর্শ করি, তারপরে বাচ্চাকে টিকা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেই। মানে ঐ গর্ভবতীর পরে যখন বাচ্চা হয়, বাচ্চা হওয়ার পরেই তো আবার পদ্ধতি নিতে হয়।

প্র: জ্বী।

উ: সেই পদ্ধতি নিয়েও আলাপ আলোচনা হয় ঐ গর্ভঅবস্থা থেকেই।

প্র: একজন গর্ভবতী মা কখন আপনাদের কাছে আসা শুরু করেন?

উ: মানে যত..কনসিভ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাছে আমরা আসতে বলি, আমাদের এলাকায় যে এফডাব্লিউএ রা আছে পরিবার কল্যাণ সহকারিরা। তাদের কাছে বলাই আছে যে গর্ভবতী মানে যখনই সে একটা গর্ভবতী হবে, যখনই কনসিভ করবে তখনই তার মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু আমাদের বইয়ের ভিজিটে আছে যে কমপক্ষে চারবার আসবে, চারমাসের মধ্যে ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে, আট মাসের মধ্যে আর নয়মাসের মধ্যে। কমপক্ষে চারটা চেকআপে আসবে গর্ভবতী মা। আর এরমধ্যেও যদি মনেকরেন কোন গর্ভবতী মা-র সমস্যা হয়, মানে অতিরিক্ত চেকআপের জন্য আসতে পারবে। কিন্তু কমপক্ষে একটা গর্ভবতী মাকে চারবার আসতে হবে। হুম মনেকরেন প্রথম চেকআপটা যে আমরা বলি চারমাসের মধ্যে। চারমাসের আগেও যদি কোন গর্ভবতী মা'র সমস্যা হয় আমাদের কাছে আসতে পারে। আসলে ঐযে আমরা পরামর্শটা দিয়ে দিই, কিন্তু চারমাসের মধ্যে আমাদের চেকআপটা আরকি শুরু হয়।

প্র: এই মা দেরকে আপনারা কিভাবে ফলোআপ করেন? আপনাদের কাছে আসে।

উ: মানে আমাদের ক্লিনিকে আনার ই করি? ঐযে আমাদের পরিবার কল্যাণ সহকারী আছে, গর্ভবতী তালিকা গুলা দেয় আমাদের কাছে, সেখানে মোবাইল নাম্বার থাকে ঐ এফডাব্লিউএরাও তাদের মোটিভেশন করে অমুক জায়গায় যাবেন ওখানে চেকআপ আমাদের ভিজিটর আপা আছে, চেকআপ করবে, আপনাদের যদি কোন ঝুঁকিপূর্ণ থাকে, কোথায় যাইতে হবে আপনারা তো আর বুঝবেন না। এভাবে মোটিভেশন করে এফডাব্লিউএ'রা, আবার মনেকরেন ঐযে তালিকাগুলা দেয়, অনেক দেখা যায় আশেপাশে আমি যে স্যাটেলাইট, আমরা ঐযে ভিজিটর আমরা সপ্তাহে দুই জায়গায় যাই, স্যাটেলাইটে যাই, নির্দিষ্ট কোন

প্র: হুম একটা ইউনিয়নে?

উ: ইউনিয়নে না, মনে করেন একটা ইউনিয়নের আটটা জায়গা আমরা স্যাটেলাইট সিলেক্ট করি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আটটা জায়গা আটটা গ্রামে নির্দিষ্ট কোন বাড়িতে, মনে করেন কমিউনিটি ক্লিনিকেও করতে পারি আমরা, কোন গণ্যমান্যর বাড়িতে, মানে এলাকার মানুষ একনামে চিনে যে অমুক জায়গায় স্যাটেলাইট বসছে জানি একজন গর্ভবতী মা অথবা সাধারণ রোগী, অথবা কোন একটা বাচ্চা যে ঐখানে এই আপা আসছে ঐখানে সেবা দেওয়া হচ্ছে, জানি চিনে এক নামে সেরকম বাড়িতে আমরা সিলেক্ট করি, ওখানে

প্র: গর্ভবতী মায়েরা কি কি ধরনের প্রবলেম নিয়ে আপনাদের কাছে আসে?

উ: গর্ভবতী মা বেশিরভাগ সমস্যা নিয়ে আসে যে দূর্বলতা, দূর্বলতা এনিমিয়া নিয়ে আসে তারপর মনেকরেন তলপেট ব্যাথা, এটা নিয়ে আসে। ওদের বেশিরভাগ গ্রামের মায়েদের দেখা যায় পুস্টির অভাব, ওদের এই সমস্যাটা বেশিরভাগ নিয়ে আসে, বেশিরভাগই দেখা যায় তলপেট ব্যাথা আর এনিমিয়া দূর্বলতা।

প্র: আর বাচ্চাদের?

উ: আর বাচ্চাদের নিয়ে আসে ঠান্ডা।

প্র: হুম।

উ: ঠান্ডা, বেশিরভাগই ঠান্ডা জ্বর..ঠান্ডা এইগুলা নিয়ে আসে, মনেকরেন অনেক বাচ্চা আছে যে বেশি ঠান্ডা নিয়ে আসে, নিউমোনিয়া এরকম ঠান্ডা নিয়ে আসে, বাচ্চাদের।

প্র: এই ক্ষেত্রে এই বাচ্চাগুলোকে আপনি কি ধরনের ওষুধ প্রোভাইড করেন?

উ: নিউমোনিয়া বাচ্চাদের? নিউমোনিয়া, আমাদের এইখানে যদি সাধারণ কোন ঠান্ডা নিয়ে আসে, তাহলে মনেকরেন আমাদের যে অফিসে এন্টিবায়োটিক কট্রিম যে আছে কট্রিমাজল আর এমোক্সিসিলিন এন্টিবায়োটিক আছে, কট্রিমটা ঐটা দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করি, মনেকরেন বেশি নিউমোনিয়া হইলে তো এই ওষুধে আমাদের কার্যকর হবেনা। যদি নরমাল কিছু বুকের মধ্যে ই থাকে (পাশ থেকে কেউ কিছু বললো) তাহলে ঐ এমোক্সিসিলিন সিরাপ দিয়ে কাইটা যায়।

প্র: হ্যা আপা এমোক্সিসিলিন এর কথা বলতেছিলেন, আর কি কি ধরেন এন্টিবায়োটিক গুলো ঠান্ডা জ্বরের জন্য দেওয়া হয়?

উ: জ্বরের জন্য তো আমরা প্যারাসিটামল সাধারণত প্যারাসিটামল সিরাপটা দেই। তারপরে এমোক্সিসিলিন এন্টিবায়োটিক ঐটা তো মনেকরেন প্রাইমারি এন্টিবায়োটিক।

প্র: জ্বী।

উ: তাইনা ঐটার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই।

প্র: জ্বী।

উ: এইটা দিয়েই আমরা ট্রিটমেন্টটা শুরু করি, যখন দেখলাম এইটাতে খাওয়ার পরে আবার বাচ্চা নিয়ে আসে যে আপা ভাল হইলো না।

প্র: হুম।

উ: তাহলে আমরা রেফার কইরা দেই, যে আমাদের তো এইখানে উপর লেভেলে কোন এন্টিবায়োটিক নাই, আমরা কোন প্রেসক্রিপশনও করিনা, আমাদের কোন ই নাই, যে এই সরকারের ইসে যে আন্ডারে যে ওষুধগুলা আসে এইটা দিয়েই আমাদের ট্রিটমেন্ট করার ই, মানে নিয়ম। তারপরে যখন ঐটা দিয়েও ভাল হয় না তখন তাদের ঐ বাচ্চার মা'দের আমরা ঐ পরামর্শটা দিয়ে থাকি, যে আপা এই ওষুধেও যখন ভাল হইলো না তাহলে অর ভিতর অবশ্যই বড় ধরনের কোন একটা সমস্যা আছে। গ্রামের মানুষ তো, বুঝতে চায় না।

প্র: জ্বী।

উ: যে আবার ঐ ওষুধগুলা দেন আপা, আরেকবার খাওয়ায়ে দেখি, তহন যে না..বাচ্চাদের তো এত ওষুধ খাওয়ানো ঠিক না, তখন ঐযে কুমুদিনিতে অথবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অদের যাইতে বলি। তখন অনেক মা'রা যায় অনেক মা'রা যায় না।

প্র: আচ্ছা, এইটা গেল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, গর্ভবতী মা'দের কি কি ধরনের ওষুধগুলো দেন?

উ: ঐযে ভিটামিন শুধু গর্ভবতী মা'দের তো আমরা শুধু ঐযে জ্বর অতিরিক্ত জ্বর হলে, ঠান্ডা কাশি হইলে আমরা আমাদের তো এইখানে দেওয়ার মতো প্যারাসিটামল আছে, মা'দের দেওয়ার জন্য আর এমোক্সিসিলিন ক্যাপসুল আছে ৫০০ এমজি, আগে ছিল সাপ্লাই বর্তমানে সাপ্লাই নাই। আমরা এখন দেই না, এখন শুধু গর্ভবতী মা'দের কে ভিটামিনই দেই, আয়রণ, বি কমপ্লেক্স, আর ক্যালসিয়াম। কিন্তু গর্ভবতী মা যদি এরমধ্যে জ্বর অতিরিক্ত জ্বর, তারপরে এইরকম ঠান্ডা কাশি নিয়ে আসে তাহলে আমরা ঐ রেফার করে দেই। অদের আমরা প্রেসক্রিপশন করে দেই না, এই ওষুধটা খান। [১০:২৫ মিনিট] আবার অনেক মাও আসে অনেক প্রেশার নিয়ে। হাই প্রেশার নিয়ে

প্র: হুম হুম।

উ: প্রি একলামশিয়ার লক্ষণ এরকম ই করে নিয়ে আসে, দেখা যায় প্রেশার বেশি পায়ে পানি এরকমও মা আসে, ছয়মাস পর থেকে তো এই লক্ষণগুলা দেখা দেয়। ছয় মাসের আগে তো দেখা দেয় না। এইগুলা মা'দেরও তো..গ্রামে কিছু কিছু গর্ভবতী মা আছে যে অনেক সচেতন কিন্তু অনেক গর্ভবতী মা আছে সচেতন না। যে আপা তাইলে আরেক দিন দেখি, আরেক দিন পরে যাই। দেখা যায় একদিন রাত্রে থাকতে দিলেও ঐ প্রি একলামশিয়া দেখা দিলেও ঐটা কিন্তু বাড়তে সময় লাগেনা। দেখা যায় ঘন্টা দুই খানেকের পরেও ঐ প্রেশার হাই আরো বেশি বাইড়া খিঁচুনি উইঠা একলামশিয়া হইয়া।

প্র: এগুলা কি কোন ওষুধ দেয়া হয়?

উ: না না আমাদের ক্লিনিকে

প্র: শুধু পরামর্শ দেওয়া হয়?

উ: মানে পরামর্শ দেওয়া হয়, এগুলা আমাদের কোন ওষুধ দেওয়া হয়না।

প্র: আপা আপনাদের এখানে কি কি ধরনের ওষুধগুলো আপনারা সাপ্লাই পান, অথবা কি কি ধরনের ওষুধগুলো এখানে দিয়ে থাকেন?

উ: আমাদের তো মনেকরেন, আমি যখন প্রথম জয়েন করছি তখন মনেকরেন একুশটা পদের ওষুধ দিছে।

প্র: হুম হুম।

উ: কিন্তু বর্তমানে আমাদের ওষুধ অনেক মনেকরেন কমায় ফেলছে।

প্র: কারণ?

উ: কারণ এতটা জানিনা ঐ কমিউনিটি খোলার কারণেই কি কমাইছে কি, এতটা জানিনা কিন্তু আগে একুশটা ইয়ে আইটেমের আমরা ওষুধ পাইছি কিন্তু এখন বর্তমানে আমরা বারোটা দশটা এগারোটা এরকম আইটেমের ওষুধ পাই। মানে বেশিরভাগ মা'রাই আসে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ে। গর্ভবতী মাও অনেক গ্যাস্টিকের সমস্যা নিয়ে আসে। এন্টাসিডটা দেওয়া যায় গর্ভবতী মা'দের প্যানটোনিক্সও দেওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে এন্টাসিডও আসেনা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটও আসেনা। তারপর এখন সাপ্লাই নাই প্যারাসিটামল মনেকরেন আমাদের এই ক্লিনিক চালানোই খুব কষ্ট।

প্র: হুম

উ: গর্ভবতী মা'দের খালি ঐ আয়রণগুলি আসে বি কমপ্লেক্সগুলি আসে আর ক্যালসিয়াম আসে। আসার পরে তারপরে ওগুলাই আমরা গর্ভবতী চালাই আর সাধারণ রোগীদের জন্য আসে মেট্রোনিডাজল এ্যান্ড এ্যালবেনডাজল তারপরে হলো প্যানটোনিক্স, ই গুলা। গ্যাস্টিকের ওষুধ তারপরে ট্রাবেরিন।

প্র: ট্রাবেরিন কি জন্য?

উ: ঐযে ঐটা হলো তলপেট ব্যাথা, ঐযে হাইসোমেট জাতীয়, তলপেট যদি ব্যাথা করে ঐটা গর্ভবতী খাইতে পারে তলপেট ব্যাথার জন্য। তারপরে আসে ডক্সিসাইক্লিন

প্র: এটা কি?

উ: এটা এন্টিবায়োটিক।

প্র: এন্টিবায়োটিক কয়টা পান?

উ: এইটা, এইটা..এন্টিবায়োটিক তো আগে এমোক্সিসিলিন পাইতাম আর ডক্সি, এখন তো আর এমোক্সিসিলিন পাইনা ডক্সিসাইক্লিন, আর ডক্সিসাইক্লিন কিন্তু সবাই খাইতে পারেনা।

প্র: হুম কারা খাইতে পারে?

উ: যে বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ খায় সেটা তো ডক্সিসাইক্লিন সেই মায়েরা খাইতে পারবেনা। আর আট মাস..আট বছরের বাচ্চা আট বছরের নিচের বাচ্চারা খাইতে পারবেনা। এই ডক্সিসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক।

প্র: মা'রা কেন খেতে পারবেনা?

উ: মা'রা কেন খাইতে পারবেনা মায়..ঐটা তো ডক্সিসাইক্লিনের যে এরকম ই যে ঐটা দাঁতের সমস্যা করে, বাচ্চা..মা যখন খাবে বুকের দুধের সাথে যদি ঐ বাচ্চার ই হয় তহন তো বাচ্চার দাঁতের উঠার সমস্যা হবে, দাঁতের সমস্যা হবে, এইজন্য আরকি মায়েরা খাইতে পারবে না।

প্র: এক ধরনের সাইড ইফেক্ট কাজ করে।

উ: আর মনেকরেন আট বছরের আগে খাইতে পারবেনা, আট বছরের পরে মনেকরেন দাঁতগুলা পুরা ই হয়ে যায়, তহন আট বছরের পরের থেকেই ডক্সিসাইক্লিন ইটা খাইতে পারে, আর যে বাচ্চারা বুকের দুধ খায় সেই মায়েরা খাবেনা, বুকের দুধের সাথে তো ঐ বাচ্চারা যাবেই।

প্র: আপা তাইলে এন্টিবায়োটিক কয়টা পান আপনারা এই মূহুর্তে?

উ: এই যে মূহুর্তে ঐযে ডক্সিসাইক্লিন আর ঐযে বাচ্চাদের জন্য হইলো এমোক্সিসিলিন আর কট্রিমাজল ঐটাও এন্টিবায়োটিক এক ধরনের কট্রিম, সিরাপটা। আর ঐযে একটা ড্রপ আছে এমোক্সিসিলিনের মধ্যে, ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য তিনমাস ছয়মাস এরকম।

প্র: এটা কাদের ক্ষেত্রে?

উ: ঐটা হচ্ছে ঐযে ছোট বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে, দুইমাস থেকে ছয়মাসের মধ্যে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ওদের ড্রপটা, এমোক্সিসিলিন মানে ঐ বড় যে এমোক্সিসিলিন আর ঐ এমোক্সিসিলিন একই কিন্তু ঐডা হলো বাচ্চার মাস, আর ঐটা হলো এক বছর। এই বয়সের ইসের জন্য।

প্র: তো আপনি বলতেছিলেন, আপনি বলতেছিলেন যে প্রেসক্রিপশন আপনারা করেন না।

উ: না।

প্র: তো আপনারা এই ওষুধগুলো কিভাবে দেন তাদেরকে, কিভাবে?

উ: মানে এই ওষুধগুলা আমাদের যে রেজিস্টার আছে, সাধারণ রোগী রেজিস্টার আছে, শিশু রেজিস্টার আছে, তারপর গর্ভকালীন রেজিস্টার আছে, আমরা ঐ রেজিস্টারে নাম লিখে সাইডে আবার সমস্যা চিকিৎসা এগুলা আছে। ঐগুলা আমরা সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করে সমস্যার ঘরে লেখি, চিকিৎসার ঘরে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিলাম কি ওষুধ দিলাম ঐটা ঐ লিখে ও পরিমাণটা লিখে দিলাম যে কি পরিমাণ ওষুধটা দিলাম।

প্র: এটা তো আপনার রেকর্ডে থাকে।

উ: হ্যা, আমার রেকর্ডে থাকে।

প্র: রোগীর রেকর্ডটা কি?

উ: রোগীর রেকর্ড ঐটা হলো না তো, ঐটা মনেকরেন আমাদের অফিস রেকর্ডটা থাইকা গেল।

প্র: হুম।

উ: ঐটা তো আমাদের মনে করেন প্রেসক্রিপশন করার কোন ই নাই।

প্র: তাইলে রোগীকে এই বিষয়গুলো সে কিভাবে মেনে চলবে বা খাবে?

উ: ঐটা বলে দেই। মনে করেন

প্র: মুখে বলেন?

উ: মুখে বলি অথবা অনেক রোগীরা বলে আপা কেচি দা কাইটা দেন, অনেক রোগীরা বোঝে যে কয়বেলা খাবে বইলা দেই, যে কত বেলা খাবে ডোজ কি রকম? বইলা দিলে ওরা বুঝে অরা মুখস্ত আইসা বলে।

প্র: তো আপা এই যে আপনি মুখে মুখে প্রেসক্রিপশন বা মুখে মুখে যাদেরকে আপনি ওষুধ দিচ্ছেন, এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাকে একটু বলেন। এটা তারা কিভাবে নেয় বা এই বিষয়টা কিভাবে তারা আপনার সাথে আসে?

উ: রোগীরা তো এই বিষয়ে কোন কমপ্লেইন করেনা, অনেক রোগীরা বলে যে আপা লেইখা দেন, ঐ হিসাবে আমাদের ঐ ওষুধটাই এক কাগজে লিখে কিন্তু আমরা আউট কোন ওষুধ প্রেসক্রিপশন করিনা। যদি বলে যে আপা এই ওষুধটা লিখে কয়বেলা খাব লিখে দেন, ঐটা লিখে দেই, অনেক রোগীরাই বলে যে লেইখা দেন আপা, হয়তবা ঐ ইটা যে..ওষুধের ইয়ের মধ্যে কেচি দিয়া কাইটা দেন যে কয় বেলা খাবো। ঐভাবে লেইখা দেই আবার

অনেক ক্লায়েন্ট আছে যে বইলা দিলে ওরা মনে রাখতে পারে, সেই হিসেবে। যে মানে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী সেইভাবে আমরা কাজ করি আরকি।

প্র: এই যে ওষুধগুলো আসতেছে এখন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা, আপনি এই পেশায় আছেন দীর্ঘ চার বছর পাঁচ বছর ধরেন, যাই হোক পাঁচ বছর ধরেন চললো, সেক্ষেত্রে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে?

উ: বৃদ্ধিই তো পাচ্ছে।

প্র: কিভাবে?

উ: কিভাবে মনে করেন গ্রামের বিশেষ করে আমি ইউনিয়ন লেভেলে তো চাকরি করি, ইউনিয়ন লেভেলে দেখতেছি যে একটা বাচ্চা যখনই ঠান্ডা লাগে তখন ঐ মা'রা আমাদের ইউনিয়নে যখন আসে, আমাদের ওষুধ যতক্ষণ সাপ্লাই থাকে ততক্ষণ..আমাদের ইউনিয়নে যে সাপ্লাইগুলা আসে, অনেক বাচ্চারা এই ওষুধ খাইয়া ভাল হয়, বেশিরভাগ দেখা যায়। তারপরেও দেখা যায় যখন আমাদের সাপ্লাই থাকেনা তখন এই ওনাদের পরামর্শটা দেই, যে আমরা কিন্তু সরাসরি শিশু ডাক্তার দেখানোর জন্য পরামর্শ দেই। কুমুদিনিতে যাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কিন্তু মায়েরা কি করে, এই যে ইউনিয়নে যখন ফার্মেসিগুলা আছে

প্র: জ্বী।

উ: ঐখানে যাইয়া ওষুধ নেয়, ওষুধ নেওয়ার পরে ঐ ফার্মেসির ইয়েরা অরা করে কি হাই ডোজের এন্টিবায়োটিক গুলি দিয়ে দেয়। হাই ঐ..এইভাবেই ঐ মনেকরেন এন্টিবায়োটিকের কিন্তু বাচ্চাদের পরে দেখা যাচ্ছে যে ঐ হাই এন্টিবায়োটিক গুলো যে খাওয়াইতেছে, পরবর্তীতে আমাদের যখন ইউনিয়ন লেভেলের ওষুধগুলা নিতেছে তখন আর ঐটা কাজ করতেছেনা।

প্র: হুম হুম।

উ: ঐটা হলো নরমাল আমাদেরটা প্রাথমিক, যখন ওদের ঐ ডিসপেনসারির থেকে যখন হাই লেভেলের ই গুলা নিতেছে এন্টিবায়োটিক গুলা নিতেছে, ঐটা খাওয়াইয়া ভাল হয়ে যাইতাছে, তহন নরমালটা ধরতেছেনা।

প্র: হুম।

উ: তো ঐটা আমার মনেহয় যে ইউনিয়ন লেভেলের যে ফার্মেসি গুলা আছে, মা'রা সরাসরি শিশু ডাক্তার দেখাতে চাচ্ছে না তারপরে যাইতে চাচ্ছে না স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ই করতে চাইতেছেনা। হয়ত বা যাতায়তের কারণে যাওয়ার কষ্টের কারণে দেখা যাইতাছে বাজারে এরকম ই আছে, দোকান আছে দেখি এখানকার ওষুধ খাওয়াই, এভাবেও দেখা যায় পাওয়ার এন্টিবায়োটিকগুলা খাইলে ভালো হইয়া যাইতাছে বাচ্চা এইভাবেই তারজন্য এন্টিবায়োটিকের ওষুধের বৃদ্ধি পাইতাছে আমার মনেহয় এরকমের কারণে।

প্র: আপনার যেটা বলতেছিলেন আপনাদের কাছে যে ওষুধগুলি আছে, এবং ওরা হাইয়ার এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে

উ: হুম।

প্র: এইটা কোন জেনারেশনের এগুলো

উ: হুম।

প্র: এই যে এমোক্সিসিলিন অথবা কট্রিম সিরাপ এগুলো কোন জেনারেশনের ওষুধ?

উ: মানে কোন কোম্পানীর?

প্র: জেনারেশন? মানে এইটা কি ফার্স্ট জেনারেশন, না সেকেন্ড জেনারেশন, না থার্ড জেনারেশন এর ওষুধ?

উ: না এইটা তো প্রাথমিক ইয়ে সেকেন্ডারি না, প্রাথমিক, মানে প্রথম পর্যায়ের এন্টিবায়োটিক এইটা, দ্বিতীয় পর্যায়ের এন্টিবায়োটিক তো হাই লেভেলে চইলা যাইতেছে।

প্র: দ্বিতীয় পর্যায়ের এন্টিবায়োটিক কোনগুলো?

উ: ঐটা ঐযে এজিথ্রোমাইসিন আছে, ঐটা তো হাইয়ার এন্টিবায়োটিক দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন বেশি ঠান্ডা ই টি, ঐটা তো ঐগুলায় দ্বিতীয় লেভেলে চইলা যাইতাছে, সেকেন্ডারী চইলা যাইতাছে না ঐটা, আমাদের তো ইউনিয়ন লেভেলে তো সেকেন্ডারি এন্টিবায়োটিক দিবেনা, প্রথম অবস্থায় কি আমাকে দিবে..দিবে না।

প্র: কেন?

উ: কারণ আমাদের ঐটা, ঐভাবেই আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইছে যে আমাদের ঐ পর্যায়ে আপনেদের লক্ষণগুলো বুঝেন, লক্ষণগুলা বুইঝা আপনাদের ট্রিটমেন্ট দেওয়ার, আপনারা প্রাথমিক চিকিৎসাটা দিয়ে উপরে রেফার কইরা দিবেন, কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিবেন না।

প্র: আচ্ছা।

উ: এটা আমাদের প্রশিক্ষণেই এইটা আমাদের বলা হয়েছে। মনেকরেন পারিবারিক বেলায় আমরা এইটা চর্চা করতে পারি কিন্তু আমরা তো অন্য বাচ্চাদের নিয়ে চর্চা করতে পারিনা। প্রথম লেভেলে আমরা এমোক্সিসিলিন দিতে পারি আমাদের পারিবারিক আমার একটা বাচ্চা, দিলাম যে ভাল হইলো না, তারপরে দেখি যে এইটা ভাল হইলো না তাইলে আমি অন্য একটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেখি। আমি আমার নিজের বাচ্চার এইটা করতে পারি কিন্তু আমি অন্য বাচ্চারে দিয়া এইটা করতে পারবো না। এটা আমার চাকরির ক্ষেত্রে আরকি।

প্র: তো এই যে মা'রা বা আপনাদের এই গার্জিয়ানরা আছে, উনারা কেন তাইলে এই ড্রাগ সবগুলো এই যে ফার্মেসিগুলো থেকে কেন হাইয়ার ডোজে বা পাওয়ারফুল ডোজের

উ: বাচ্চাগুলা ভাল হইয়া যাইতাছে, মা'রা তো চায়ই আমার বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি ভাল হোক, ঠান্ডায় কষ্ট না পাক, জ্বারে কষ্ট না পাক, মানে তাড়াতাড়ি ভাল হয়।

প্র: সেক্ষেত্রে তাদের এই যে হাইয়ার এন্টিবায়োটিক লাগবে, না আপনাদের এইটাতেও কাজ হবে, এইটা তারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করে?

উ: দেখা যায় ঐযে তারা ভাল হয় না, দেখা যায় এক সপ্তা আমরা যে ডোজটা দিলাম, খাওয়ার পরে ভাল হচ্ছেনা তখন তারা ঐ ডিসপেনসারিতে চলে যাচ্ছে।

প্র: ভাল হচ্ছে না নাকি সময় নিয়ে নিয়ে।

উ: সময় নিয়ে নিয়ে, আবার অনেকেই মনেকরেন দেখা যায় যে এন্টিবায়োটিক গুলা তো টাইম মেনটেইন করতে হয়, সেই টাইম অনেকেই সেই টাইম মেইনটেইন করতে পারেনা। দেখা যায় তিনবেলা খাওয়াইতে বলতেছি তিনবেলা খাওয়াইতে বলতেছি, সেখানে দেখা গেল একবেলা খাওয়াইলে, দুই বেলা খাওয়াইলে আরেক বেলা খাওয়াইতেছিনা, সেইটা তো আর কার্যকর হবেনা, সেগুলা তো আর মা'রা বুঝেনা। তাদের বলতে বললে যে এই একবেলা খাওয়াইছি দুইবেলা খাওয়াইনাই, তাহলে এইটা কাজ করবে কিভাবে, দেখা যায় ঐ পুরা বোতল খাওয়াইলেও কাজ হবেনা।

প্র: কারণ কি, কি হবে তাহলে?

উ: ঐ এন্টিবায়োটিকের তো ডোজ তো মনেকরেন তিন বেলা, ঐটার যে ঘন্টা..আট ঘন্টা পর পর, আট ঘন্টা পরে তো মনেকরেন আমার ওষুধ খাওয়ার সময় হইছে, ওটা তখন যদি না করি ঐ ভাইরাস গুলা তো আবার এটাক করা শুরু করবে। ঐটারে তো মেইনটেন করতে হবেনা ওষুধ খাওয়ায়ে? কিন্তু ওইটা তো করতেছিনা। ঐ ভাইরাস গুলা আরো বৃদ্ধি পাইতাছে ঐখানে, ওষুধ না খাওয়ানের কারণে তহন ঐটাও তো আর ভাল হবেনা, পরবর্তীতে যহন আবার ওষুধ দিবে তহন ঐটা ই হবেনা

প্র: কাজ করবে না।

উ: কাজ করবে না।

প্র: তাইলে এই যে আপনাদেরকে ফার্স্ট জেনারেশনের ওষুধগুলো কেন দেওয়া হয়?

উ: ফার্স্ট জেনারেশন যে আমাদের ফার্স্ট ই টা দেয় যে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসাটা করার জন্যই।

প্র: যদি অসুখই ভাল না হয় তাইলে কেন দিচ্ছে?

উ: অনেক তো প্রাথমিক অসুখই যদি ভাল না হয়, সেখানে তো ঐযে আমাদের আবার আরেকটা অপশন দিয়া দিছে যে আপনেরা রেফার করবেন, ঐটা আমাদের একটা অপশন আমাদের চিকিৎসায় ভাল হচ্ছেনা কিন্তু আমরা বড় আমরা সদর হসপিটাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে, আবার মির্জাপুরের মতোন একটা কুমুদিনি হাসপাতাল আছে, শিশুদের বিষয়ে হসপিটাল আছে ওখানে। আমাদের একটা অপশন আছে, যে ওষুধে ভাল হবেনা তখন তোমরা আবার রেফার কইরা দিবা। আমাদের প্রশিক্ষণেই এইটা বলা আছে আরকি।

প্র: এই যে ওষুধগুলো দিচ্ছেন এন্টিবায়োটিকগুলো আপনারা যখন মা'দেরকে দেন বা বাচ্চাদেরকে দেন, এইক্ষেত্রে আপনারা কোন ধরনের সমস্যা অথবা চ্যালেঞ্জ বা উদ্বেগ কাজ করে কিনা, আমি যে এটা তাকে ঠিক দিচ্ছি কি? এই বিষয়টা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা, এই ধরনের কোন বিষয় কাজ করে কিনা? আপনি তো ওদেরকে দিচ্ছেন।

উ: হুম।

প্র: এরকম এন্টিবায়োটিকটাতে আর কোন বিষয় আছে কিনা?

উ: এই যে কট্রিমাজল যে একটা এন্টিবায়োটিক আছে এই সিরাপটা, এটা তো সব বাচ্চাদের স্যুট নাও খাইতে পারে।

প্র: হুম।

উ: সব ওষুধ তো সবাইরে স্যুট খায়না, অনেক বাচ্চাদের যদি এলার্জি থাকে কট্রিমটা স্যুট খাবেনা, ঐটা নিয়েও টেনশন হয়, অনেক সময় যে দিলাম এই বাচ্চাটা তো কনফার্ম হইলাম না যে এলার্জি আছে কিনা।

প্র: হুম।

উ: আবার অনেক মা'রা জানেনা যে আপা জানিনা যে, জিজ্ঞেস করলেও যে জানিনা তো অর এলার্জি আছে কিনা, ঐ ওষুধ খাওয়ার পরেও তো সাই..মানে ই হইতে পারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্র: জ্বী।

উ: ঐটাও মানে মাথায় আছে ই করে যে টেনশন হয়, মা'দের বইলা দেই যে যদি কোন সমস্যা হয় এক মানে প্রথম দুই ডোজ খাওয়ানোর পরে তইলে অবশ্যই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিবেন, তাহলে আপনের এই অন্য ওষুধ খাওয়াইতে হবে এই ওষুধে বাচ্চার ই হবেনা। এইভাবে আমরা পরামর্শ করে থাকি আরকি।

প্র: তো এই যে ওষুধগুলো নিচ্ছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি আপনারা তাদেরকে কত মাত্রায়, কতদিন, ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা রেজিস্টেন্স সম্পর্কে বলেন?

উ: হুম হুম।

প্র: কিভাবে বলেন?

উ: মানে ডোজ গুলা বলে দেই যে কট্রিম যে আমাদের সিরাপগুলা আছে, ঐটা হলো আমাদের দুই বেলা খাইতে হয়, সকালে মানে বয়স আন্দাজে সকালে একবার রাত্রে একবার, ঐটা বইলা দেওয়া হয়, বয়স যতখানি তত পরিমাণ বইলা দেওয়া হয়, আর এমোক্সিসিলিন এইগুলা তো ঐটার ডোজ তিনবেলা। সকালে দুপুরে আর রাত্রে ঐটা মনেহয় আট ঘন্টার ডিফারেন্স কিন্তু মা'রা তো আট ঘন্টার ডিফারেন্সে বলেনা, ঐ তিনবেলা বইলা দেওয়া হয়, যে সকালে খাওয়াবেন, দুপুরে খাওয়াবেন, রাত্রে খাওয়াবেন। গ্রামের বেশিরভাগ দেখা যায় যে আগেকার মানুষ বুঝতে চায় না, বুঝাইলেও বুঝতে চায় না, অনেক মা'রা বুঝে অনেক মা'রা বুঝে না।

প্র: তাহলে সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে এই যে তিনবেলার সময়ের ক্ষেত্রে? আপনার কাছে কি মনেহয়?

উ: মানে এখন কিছু কিছু বুঝে, এখন তো আগের মতোন এত ই না, এখন কিন্তু অশিক্ষিত মা'রাও সচেতন। যেভাবে আমরা বুঝাই সে তেমন অনেক ই ভাবে মানে চলতে পারে, হঠাত কয়েকটা মা মানে অনিয়ম করে আর বেশিরভাগা মা'ই সচেতন। যে আমার বাচ্চা ভাল হওয়ার জন্য আপা যেভাবে নিয়ম বলে দিছে, যেভাবে খাওয়াইতে বলছে, খাওয়াই।

প্র: আপনি একটা কথা বললেন যে তিন বেলা।

উ: হুম।

প্র: আর আমরা যদি ঘন্টার হিসাব করি চব্বিশ ঘন্টা।

উ: চব্বিশ ঘন্টা।

প্র: তাহলে এই ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে? তিনবেলা এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কম বেশি হওয়া ডোজের টাইমিং

উ: তা তো আছেই অরা তো ঘড়ির কাটা দেইখা খাওয়াইতে পারেনা।

প্র: সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক খেলে কি আমাদের কোন সমস্যা হয় কিনাম হবে কিনা।

উ: এন্টিবায়োটিক তো মনে করেন ঘড়ির কাটা না দেখলে তো সমস্যা হইতেই পারে।

প্র: হুম হুম।

উ: সমস্যা হইতে পারে না, এন্টিবায়োটিক এমন একটা ই যে ঠিকমতোন একটা এন্টিবায়োটিক খাইলাম এই নরমালটা যে বললাম, ঐটা যে খাইলাম তারপরে হাইয়ার এন্টিবায়োটিক ঐ ভিতরে যে আমাদের যে একটা ই আছে জীবাণূগুলা ঐটা একটা পোর তৈরী করে ভিতরে, ঐযে জীবাণু ভাইরাসগুলা, অরা আরো শক্তিশালী হইয়া ওঠে, বুঝছেন।

প্র: শক্তিশালি..এক্সাক্টলি হুম

উ: বুঝছেন, অরা যে আমারে এইগুলা খাওয়াইলো টাইম মতো না খাইলে অরা পরে পরবর্তীতে আরো ভয়াবহ সৃষ্টি হয়ে যায়, এন্টিবায়োটিক এইগুলি যদি টাইম টু টাইম না খায়।

প্র: তাহলে তিন বেলা যে বিষয়টা সেটা আসলে কি সঠিক, আপনার কাছে কি মনেহয়, না টাইমটা

উ: আমাদের যে মনেকরেন এমোক্সিসিলিন, যে সিরাপটা দিছে আমাদের ইউনিয়নে এটা তো আমাদের আট ঘন্টা পরপর এমোক্সিসিলিন, আর কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক আছে চার ঘন্টা পরপর, ছয় ঘন্টা পরপর এগুলা আছে টাইম মেইনটেইন করা। আমার মনেহয় যে এই টাইম মেইনটেইন করাটা, এটা ইউনিয়ন পর্যায়ে খুব কঠিন অবস্থা।

প্র: কারণ কি?

উ: ঐযে বেশিরভাগ দেখা যায় একটু শিক্ষিত কম বুঝে কম।

প্র: হুম হুম।

উ: অরা এরকম করে আবার অনেক মা'রা আছে বুঝে, তারা আবার টাইম মেইনটেইনটা করে, ঘড়ির কাটা দেখে..দেখে দেখে ওষুধটা খাওয়ায়।

প্র: কিন্তু মা'রা মিস করার কারণ কি? ঠিকমতো ওষুধটা না খাওয়ানোর কারণ কি পারিবারিক ভাবে?

উ: এতটা উনারা বললে যে মনেথাকেনা, কাজের ব্যস্ততা এরকম কমপ্লেন করে, তো আমরা তো ঐটাই যে আগে বাচ্চারে ওষুধটা আগে খাওয়াবে, তারপরে কাজ করবে, ঐ দেখা যায় যে অনেক সময় আপা মনে থাকেনা, কাজের ব্যস্ততার কারণে, গ্রামের কাজ যৌথ ফ্যামিলি এরকম কমপ্লেন করে।

প্র: এইজন্য তারা ঠিকমতো

উ: কোন ইর করেনা তো পারছে না।

প্র: আচ্ছা আপা একজন রোগী যখন আসে আপনার কাছে, তখন তাকে কি দেখে মনেহয় যে তাকে এন্টিবায়োটিক দেবেন কি দিবেন না, এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন?

উ: একটা রোগী যখন আসে এন্টিবায়োটিক, মনেকরেন জ্বর বলতেছে যে সাতদিন ধরে জ্বর।

প্র: জ্বী।

উ: ঠান্ডা কাশিটাও এই আমি নরমাল প্যারাসিটামল খাইছি, তাও জ্বর ভাল হচ্ছে না, ঠান্ডা কাশির জন্য নরমাল সিরাপ খাচ্ছি, কত ধরনের নরমাল সিরাপ আছে তুসকা, অনেক ধরনের সিরাপ আছে সেগুলা খাচ্ছে ভাল হচ্ছে না, বাচ্চাকেও বলছে যে আপা এইগুলা সিরাপ খাওয়াইতেছি ভাল হইতেছে না, তখন আমরা প্রাথমিক ভাবে এমোক্সিসিলিনটা আছে ঐটাও দেই, সাথে প্যারাসিটামল সিরাপটাও দেই জ্বরের জন্য। যদি ঐটা খাইয়া যদি ভাল হয় তাইলে তো হয়ই, আবার ভাল হইলো ঐ মা আবার আসেনা। সে ভাল হইলো, আর না হইলে আসে আপা এই ওষুধ খাওয়ানোর পরেও ভাল হয় নাই। তখন আমরা আবার বলি যে তাহলে আপনারা রেফার করার..আমরা বলি যে তাহলে বাচ্চাকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে ওষুধটা খাওয়ান। আমরা তো এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই ওষুধ দিছে এই লক্ষণ দেখে, আপনি তো এই যে বললেন সাতদিন ধরে জ্বর, ঠান্ডা কাশি ভাল হচ্ছে না। এরজন্য দিচ্ছে তাহলে আপনি এখন তো আরো এক সপ্তা পার হয়ে গেল, তাহলে আপনি তো বড় হাসপাতালে যাইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে..কারণ কোন ভাইরাসের জন্য কোন ওষুধের দরকার সেটা তো অমরা জানতেছিনা। সেইটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে বুঝা যাবে যে অর ভিতরে কোন ভাইরাসটা আছে, কোন ব্যাকটেরিয়াটা আছে, ঐটার কারণে কোন ওষুধটা দেওয়ার প্রয়োজন, সেই ওষুধটা বড় ডাক্তার দিবে, তখন ঐভাবে আমরা ক্লায়েন্টদের মোটিভেশন করি।

প্র: রোগীরা কোন পর্যায়ে আপনার কাছে আসে?

উ: রোগীদের প্রাথমিক অবস্থায়ও আসে দেখা যায় বেশি পর্যায়েও নিয়ে আসে, বেশি পর্যায়গুলা আসলে আমরা আবার ঐ প্রাথমিক ই টা দেইনা, সরাসরি রেফার যে আপনি এইখানে রাখাই যাবেনা, বাচ্চা অনেক সময় বুকের দুধই খাইতে পারতেছেনা, নিঃশ্বাসই নিতে পারতেছেনা, নেতিয়ে পড়তেছে, তখন কি ঐগুলারে রাখবো, আমার ইউনিয়নে রাখবো না, তখন ওকে রেফার করে দিই।

প্র: তো আপা ধরেন কিছু ওষুধ হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে বা সরকারি ভাবে আপনারা দিচ্ছেন, আর অনেক সময় দেখা যায় এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হয়তবা বাহির থেকে কিনতেও হয়, এরকম কোন পরামর্শ কি আপনি তাদেরকে দিয়ে থাকেন?

উ: বাহির থেকে এন্টিবায়োটিক কেনার মতো কোন পরামর্শ দেইনা আমরা, ঐযে বললাম না বাহির থেকে যে এন্টিবায়োটিক দিবো তার এহন ভিতরে কি ধরনের অসুখ, কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে, কি ধরনের জীবাণু আছে তার শরীলে এটা আমাকে চোখের দেখায় তো আমরা সেটা বুঝবো না। আমরা প্রাথমিক ভাবে যে জ্বর, তাপমাত্রাটা ঠান্ডা কাশি নরমাল, সেটাই আমরা একটু বুঝতে পারি, কিন্তু ভিতরে যে কি ধরনের, অনেকেই যে চিকনগুনিয়ার জ্বরটা বলে [৩০:৩২ মিনিট]

প্র: জ্বী।

উ: ঐটা জ্বর আমরা প্যারাসিটামল দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করি, কিন্তু ভাল হইতেছেনা কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করলেই ধরা পড়বে যে তার ডেঙ্গু না চিকুনগুনিয়ার জ্বর। কিন্তু আমরা পরীক্ষা না করে ধরতে পারবো না যে তার ইয়ে কি। আর আমরা না জাইনা আমরা এন্টিবায়োটিক লিখতেও পারবো না।

প্র: তো আপা তারপরেও কিছু মানুষজন আছে যারা বাহির থেকে এন্টিবায়োটিক নিচ্ছে বা খাচ্ছে।

উ: সেটা ঐযে ফার্মেসির অরা দিছে, অরা হয়তবা ছয় মাসের কোর্স, অরা দিচ্ছে কিনা বেচার কারণেই নাকি ব্যাবসার লাভের জন্যই, আমার মনেহয় বেচার কারণেই ব্যবসার লাভের জন্যই এরকম ইয়ে করার জন্যই দিচ্ছে। আমাদের আমার ইউনিয়নের ইয়ে যে আমি একটা সরাসরি ই'টা পাইছি, এক ক্লায়েন্ট..জ্বর..পারে আমি বাড়িতে গেলাম, যাওয়ার পরে বললো যে জ্বর, এতদিন যাবত কিরকম লক্ষণ, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যাথা, মানে কয়দিন ব্যাথা

প্র: জ্বী।

উ: পরে বললাম যে আপনি কি এই ওষুধ আনছেন?হ্যা আমি ওষুধ আনছি খাইছি। কি ওষুধ খাইছেন? যে এই এই ওষুধ.. তো আপনি হসপিটালে যান নাই? মির্জাপুর যান নাই পরীক্ষা নীরিক্ষা করে খান নাই? কয় না এইখান থেইকা আমারে ওষুধ দিছে তাও তো ভাল হচ্ছে না। তো কি ওষুধ খাচ্ছেন? উনাকে সরাসরি এজিথ্রোমাইসিন ক্যাপসুলগুলা দিছে। আমি কইছি হায় সর্বনাশ যদি এইটা চিকুনগুনিয়া ভাইরাস হয়ে থাকে এন্টিবায়োটিকে তো অনেক ক্ষতিকর। চিকুনগুনিয়া জ্বর তো শুধু প্লেন প্যারাসিটামলে চিকিৎসা।

প্র: হুম।

উ: তাকে এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে তারে চিকিৎসা করতেছে, সে রোগী তো দূর্বল হয়ে মানে কথাই বলতে পারেনা, বুকে এমন কফ কথাই..এজিথ্রোমাইসিন যদি এরকম যদি ঠান্ডা লাইগা থাকে, এজিথ্রোমাইসিন ক্যাপসুল গুলা খাইলে ভাল হয়, কিন্তু উনার ভাল হচ্ছেনা। কিন্তু তার সঠিক মাত্রায় ওষুধ পড়েনাই শরীরে, এরকম হয় ঐ ফার্মেসিআলারাই এরকমটি করে সরাসরি এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দেয়। আমার মনেহয় তো ব্যবসার কারণেই বেচার জন্যই, এতে কি রোগী ভাল হবে অনেক রোগীরাই দেখা যাচ্ছে যে হাই পাওয়ারের ওষুধ খাইয়া ভাল হয়, বেশিরভাগ দেখা যায় যে ঐখান থেকে যে ভাল হয়ত তার ওষুধ খাইয়া, ঐগুলাই আনে কিন্তু এইটা তো ক্ষতিকারক বেশি হচ্ছে এইগুলা।

প্র: তো সেক্ষেত্রে এই যে হাই পাওয়ারের ওষুধটা খাচ্ছে, এই ধরেন একেকটা এন্টিবায়োটিকের দাম তো আছে।

উ: হ্যা।

প্র: তো যেই পরিমাণ টাকা তারা খরচ করতেছে ওষুধের উদ্দেশ্যে, সেই পরিমাণ সুবিধা বা বেনিফিট কি তারা পাচ্ছে?

উ: না না আরো বেশি, মানে এই যে সাথে সাথে ভাল হয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষণিকের জন্য, দেখা যায় একমাস পরে দেড়মাস পরে সে কিন্তু আবার সেই রোগী ই হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। মনেকরেন ঐটা ক্ষণিকের জন্য চাপা দিয়ে রাখছে ঐটা ভিতর থেকে কিন্তু ভাল হইতেছেনা।

প্র: জ্বী।

উ: ঐটা কিন্তু দেখা যায় দুই মাস দেড় মাস পরে কিন্তু সেই রোগটাই কিন্তু আবার ভিতর থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্র: হুম।

উ: দেখা যায় হসপিটাল ভর্তি হইলে দেখা যায় তার ঐ এই ক্যাপসুলগুলা যে দিচ্ছে এন্টিবায়োটিক, বড় আকারে ধারণ করতেছে ঐ রোগটা, তখন হসপিটালে গেলে ঐ ক্যাপসুলও কাজ করবে না, তখন ইনজেকশন দিতে হবে এন্টিবায়োটিক।

প্র: এই যে কাজ করতেছেনা এটাকে আপনাদের ভাষায় একটা নাম আছে মনেহয়।

উ: ভিতরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই মানে এইটার ই কাজ করতেছেনা, এইটা কি বলবো বাসায় এখন

প্র: এটা কি এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স কি, এই বিষয়টা কি জানেন আপনি?

উ: এন্টিবায়োটিকের..না

প্র: রেজিস্টেন্ট, এ্টা ওয়ান কাইন্ড অফ রেজিস্টেন্ট হয়েছে মানে আর কাজ করতেছেনা।

উ: আর কাজ করতেছেনা হ্যা।

প্র: তো আপা এখন আমি একটু শুনবো যে লোকজন যে এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করে, তারা আপনাদের কাছে নিতে আসে আপনারাও দিচ্ছে, এবং বাহির থেকেও যারা নে, তারা স্বাভাবিক কিভাবে নেয়, কতটুকু নেয় পুরো কোর্সটা নেয় কিনা একটু যদি আমাকে বলেন।

উ: ঐ মনেকরেন বাইরে থেকে নেয় অনেকে ওষুধের ই গুলা নিয়ে আসে, দেখা যায় তিন দিনের নিয়ে আসছে, পাঁচদিনের নিয়ে আসছে, সাত দিনের নিয়ে আসছে। এরকম নিয়ে আসার পরে অনেকে দুইদিন খাইলে ভাল মনেকরলে পরের কোর্সগুলা শেষ করেনা। তো সেটা তো আরো খারাপ কোর্স ই করে, তো ভাল হয়ে গেছি আর খাবো না। এটাই মানে বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট এরকম আরকি, আবার অনেক ক্লায়েন্টরা সচেতন, যেরকম করে কোর্স শেষ করতে বলে সেরকম শেষ করে। এই এই অবস্থা হয় কোর্স, মানে এন্টিবায়োটিকের তো সাত দিনের, নিম্নতম তো পাঁচ দিন খাইতে হয় কোর্সটা, তারপরে সাতদিন, তারপরে বেশি হাই লেভেলে হইলে চৌদ্দ দিন। এরকম কোর্স টা শেষ করতে হয়। এরকম অহন ফার্মেসিরা দেখা যায় পাঁচ দিনেরও দেয় সাতদিনেরও দেয়, এরকম করে। কইরা দিলে

প্র: কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাদের ক্লায়েন্টরা পুরোটা নিচ্ছে কিনা?

উ: হ্যা, পুরাটা ঐযে নিয়া দেখি দেন তিন দিনের, নিয়া যদি ভাল হয় আবার নিবোনে, যদি তিনদিনে ভাল হয় দেখাযায় আর নিচ্ছে না।

প্র: তাহলে কি তার পুরো কোর্সটা শেষ হলো?

উ: না হলো না।

প্র: তাহলে কি হবে?

উ: তাহলে কাজ করবেনা ঐযে আমি বললাম যে এন্টিবায়োটিক ইটাই তার শরীরে কাজ করবেনা।

প্র: আরো

উ: আরো ভিতরে বললাম না ঐযে কোন ভাষায় যেন কথা, মনে পড়তেছেনা..যে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার ইটা হইলে হয় ভাইরাস গুলা আরো শক্তিশালী, ওরা এক ধরনের কোট পইড়া থাকে ঐ ভাইরাসগুলা ভিতরে, ঐটা মানে ঐ এন্টিবায়োটিক খাইলে ঐ কাজই করেনা, উল্টা ওরা আরো ফাইট শুরু করে ভিতর থেকে, ভিতর থেকে। হাই আরো তখন ওরা হাইয়ার ই হয়ে যায়।

প্র: এই ইনফরমেশন গুলা, এই কথা গুলা আপনি কোথা থেকে জানছেন?

উ: এইগুলা ঐযে প্রশিক্ষণে অনেক ডাক্তার মানে যখন আমাদের ট্রেনিং হয় প্রশিক্ষণ হয়, তখন অনেক ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলে তখন বলে যে এইরকম ডোজ নিয়ে কথা বলে, তখন আমরা এই ইগুলাই জানছি আরকি।

প্র: এই কথাগুলো কি আপনারা ঐযে..ঐযে যারা রোগীরা আসে

উ: ক্লায়েন্ট আসে হ্যা অনেক সময়, ক্লায়েন্ট যারা অনেক মূর্খ ক্লায়েন্ট আসে তারা তো আর বুঝেনা, তাও বুঝানোর চেষ্টা করি অনেক ইয়েরাই বুঝে, অনেক ক্লায়েন্টরাই মূল্যায়ণ করে কথারে মূল্যায়ণ করে, আমরা যা বলি তা শুনে, আবার অনেক ক্লায়েন্টরা যে শুনলো এক কান দিয়ে, ঢুকাইলো আরেক কান দিয়ে বাইর করলো। আমরা বুঝানোর চেষ্টা করি, আমাদের তো এই সেবার জন্যই নিয়োগ দিছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে, লোকেদের বুঝানোর জন্য যে কোনটা সমস্যা, কোনটা ভাল, এটা বুঝানোর জন্যই। এইগুলা আমরা যত..যত পারি মানে চেষ্টা করি, সাধ্যমত চেষ্টা করি কিন্তু কতখানি সফল হইতে পারছি, কিন্তু অনেক ক্লায়েন্টরাই আবার অশ্বস্ত আছে আরকি।

প্র: কিন্তু আপা ঐ একটা রোগী যখন আসে তখন আপনারা তাকে অন্য ওষুধ দিবেন, না এন্টিবায়োটিক দিবেন, কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, প্রাধান্য কোনটা দেন? এন্টিবায়োটিক সরাসারি দিয়ে দেন?

উ: উহু

প্র: কি করেন?

উ: কিরকম রোগী আসলে?

প্র: যে কোন ধরনের রোগী আসলো তাকে আপনি সেবা দিবেন।

উ: যে কোন রোগী আসলেও কি, সব রোগী তো আর এন্টিবায়োটিকের ক্লায়েন্ট না, কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে গ্যাস্ট্রিক, অথবা দূর্বলতা জ্বর ঠান্ডা কাশি, প্যাটের সমস্যা, অনেক সময় চুলকানি। মানে একাক রকমের রোগী আসে, সব তো আর এন্টিবায়োটিকের ই আসে না।

প্র: হুম।

উ: কিছু কিছু রোগী আসে যে দাঁতের সমস্যা, দাঁতের সমস্যার জন্যেও এন্টিবায়োটিক দেওয়া যায়, দাঁতের ব্যাথা, দাঁতের সমস্যা, ঠান্ডা কাশির জন্য এন্টিবায়োটিক, গ্যাস্টিক আসলে গ্যাস্টিক, জ্বর আসলে জ্বর, প্যাটে সমস্যার জন্য আসলে

প্র: ধরেন একটা পার্টিকুলার রোগী আসছে, তাকে একটা সেবা দিবেন, এই ধরেন ঠান্ডা নিয়ে আসলো বা জ্বর নিয়ে আসলো, তখন কি তাকে প্রথমেই আপনি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন? নাকি কি করেন?

উ: না প্রথমে আমরা উনাকে যদি জ্বর ঠান্ডা কাশি, সিজনাল যে আসে ঠান্ডা কাশি জ্বর, প্যারাসিটামল দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্টটা দিই প্রথম। যে আপনি এইটা এক পাতার মধ্যে তো দশটা ট্যাবলেট থাকে, তিনবেলা খাইলে তিনদিন। তিন দিন যদি আপনের এইটা যদি নরমাল জ্বর ঠান্ডা কাশি থাকে তিন দিন খাইলেই ভাল হইয়া যাবে আপনের এই প্যারাসিটামল। তারপরেও যদি ভাল না হয় তাহলে আবার আসবেন, তহন যদি তিনদিনের মধ্যে ঐ ওষুধ খাইয়া ভাল হইয়া যায় তা আসেন, আর তার পরবর্তীতে যদি আসে যেন যে আপা ভাল হইলো না, তখন ঐযে আমরা আমাদের যে এমোক্সিসিলিন সাপ্লাই থাকে, ঐ সাথে যদি জ্বরটাও থাকে, প্যরাসিটামলও দেই, এমোক্সিসিলিনও দেই আমরা পুরা ডোজটা দিয়ে দিই দুই পাতা, তিনবেলা করে ঐ পুরা ডোজ আর প্যারাসিটামল সাতদিন, দেখা যায় অনেক ক্লায়েন্ট ভাল হয়।

প্র: তারমানে সাথে সাথে তাকে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন না?

উ: না, শুধু প্রথমে আমরা প্যারাসিটামল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতেছি।

প্র: আপা অন্য ওষুধের সাথে এন্টিবায়োটিকের পার্থক্য কি?

উ: অন্য ওষুধের সাথে।

প্র: এই যে প্যারাসিটামল বললেন আর এমোক্সিসিলিন যে ট্যাবলেটের কথা বললেন, দুটো দিচ্ছেন। এই ওষুধ দুটোর পার্থক্যটা কি?

উ: পার্থক্যটা এটা তো আমি এত গুছায়ে বলতে পারবো না।

প্র: না যেতটুকু আমরা জানি আপনি যতটুকু মানে এন্টিবায়োটিক কেন দেন?

উ: এন্টিবডি..এন্টিবায়োটিক মানে এন্টিবডি তৈরী করে শরীলে জানি অন্য জীবাণুগুলা সেইখানে আমাদের আক্রমণ না করতে পারে।

প্র: জ্বী।

উ: এন্টি মানে আমাদের এই ওষুধটা খাইলে ভিতরে আমাদের একটা বডি তৈরী করবে এন্টিবডি তৈরী করবে।

প্র: জ্বী।

উ: যে আমাদের ই আক্রমণ করবে ওষুধে অসুখের জন্য যে ঠান্ডা কাশি, সেটা যেন আমাদের আক্রমণ না করতে পারে, সেটাই প্রতিরোধ করার জন্য এই এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ানো, এইটা এক সাথে আর প্যারাসিটামলটা হইলো প্রাথমিক আমাদের ই গুলা, ভাইরাস জ্বরগুলা যে বাইরের থেকে আমাদের যে জ্বর ঐটা প্যারাসিটামল, এইটাই মনেকরেন পার্থক্য।

প্র: তাইলে একটা হচ্ছে ভাইরাল ফিভার

উ: হ্যা।

প্র: আর এন্টিবায়োটিক হলো

উ: আর এন্টি হলো এন্টিবডি তৈরী করে ভিতরে যেন কোন ই আমাদের আক্রমণ না করতে পারে।

প্র: এইটা কি ভাইরাল, ভাইরাস না.. এটা

উ: ব্যাকটেরিয়া।

প্র: তাইলে এন্টিবায়োটিকের কাজ কি?

উ: এন্টিবায়োটিক ঐযে আমাদের কাজ করে যে এন্টিবডি তৈরী করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি করে, মানে ঐটা জানি আমাদের আরো ই সৃষ্টি না করে বড় না হয়। এটাই আমাদের এন্টিবায়োটিকের কাজটা করে। [৪০:৩৫ মিনিট]

প্র: তারমানে ঐযে ব্যাকটেরিয়ার কথা বলতেছেন, ব্যাকটেরিয়া এটাকে মেরে ফেলে

উ: মেরে ফেলে ব্যাকটেরিয়া।

প্র: আর আপনি তো এক ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, মানুষ কি সরাসরি আইসা আপনাকে বলে যে আপা একটা এন্টিবায়োটিক দেন, এরকম?

উ: হ্যা বলে।

প্র: কি বলে?

উ: যে আপা ক্যাপসুল দেন এমোক্সিসিলিন দেন সরাসরি, তো আপনি সরাসরি আমরা তো ঐ পরামর্শ দেই আপনি কিসের জন্য এমোক্সিসিলিন খাবেন, আপনার সমস্যাটা কি বলেন আগে, আগেই সরাসরি আপনি বললেন যে এমোক্সিসিলিন, আপনি আমাকের এমোক্সিসিলিন দেন, সরাসরি নামই বলে এন্টিবায়োটিক বলেনা। এমোক্সিসিলিন দেন তো কি সমস্যা, যে এই সমস্যা এই সমস্যার জন্য তো আপনার এইটা খাওয়ার দরকার নাই। আপনি এই ওষুধটা খান, না আপনি ঐটাই দেন।

প্র: কেন এটা খাচ্ছে কেন এটা কোথা থেকে জানলো সব?

উ: অনেক সময় দেখা যায় যে ঠান্ডা কাশির জন্য যে আমাদের ইউনিয়ন লেভেল থেকে দেওয়া হইলো, ভাল হইলো তারা মনেকরে যে নরমাল আমার একটু ঠান্ডা কাশি লাগছে এই ওষুধটা খাইলে আমার সাথে সাথে ভাল হয়ে যাবে। এই মনেকরে তারা আইসা সরাসরি ঐ ওষুধটাই চাচ্ছে। আমরা যখন বেশি কাশি ঠান্ডা ইয়ের জন্য এমোক্সিসিলিনটা দেই, তখন ভাল হয়ে গেলে তারা যখন একটু কাশি কাশি ভাবটা মনেকরে যে এইটা নরমাল কাশি, যে আমরা প্যারাসিটামল খাইলে অথবা নরমাল কোন সিরাপ খাইলে ভাল হইয়া যাবো, কিন্তু ওরা ওদের মাথা ঐটা ক্যাচ করেনা মনেকরেন যে ঐ ওষুধটা খাইলেই মনেহয় ভাল হয়ে যাবো, তহন সরাসরি অর নামটাকে মনে রাখে, তহন সরাসরি ঐ ওষুধটা আইসা ঐ ওষুধটা চায় যে আপা ঐ ওষুধটা দেন, এরকম।

প্র: সেক্ষেত্রে কি শুধু নাম মনেকরে না অন্যকিছু নিয়েও আসে তারা?

উ: ই খাপটা নিয়ে আসে, অনেকে নাম বলতে পারেনা, যে আপা আপনি তো ঐ ওষুধটা দিছিলেন, কোন ওষুধটা দিছিলাম নাম বলেন, নাম তো বলতে পারব না, কিসের জন্য দিছিলাম, অমুকের জন্য। অমুকের জন্য তো ঠান্ডা কাশির জন্য তো অনেক ওষুধ আছে, তো নামটা বলেন.. তখন অনেক রোগীরা ঐযে ই নিয়ে প্যাকেট নিয়ে আসে, খাপ নিয়ে আসে, এরকম প্যাকেট।

প্র: তো আপা আপনার কাছে কি মনেহয় এন্টিবায়োটিকগুলো এই যে আমরা খাচ্ছি, সেটা কি আমাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কি কার্যকর ভূমিকা পালন করে কিনা?

উ: তা তো অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা তো পালন করেই, এন্টিবায়োটিক ছাড়া তো আর..আমরা তো নরমালি প্রথমত যে আমরা নরমাল ওষুধগুলা ই খাই, খাওয়ার পরে না হইলে তো এন্টিবায়োটিক না ই করলে তো ওটা, রোগ প্রতিরোধটা ই হবেনা, ওটা তো উপকার আছেই। উপকারও আছে অপকারিতাও আছে দুইটাই আছে, অনেক সময় এন্টিবায়োটিকও তো অনেকের স্যুট খায়না, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় দেখা যায় যে বয়স আন্তাজে তার পাওয়ার বেশি হয়ে যায়, ডোজটা ঠিকমতো হয় না। এরকম কারণে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় এই..এই কারণে এরকম অনেকেই সমস্যা হয়।

প্র: কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা কাজ করে?

উ: কোন কোন রোগে..আমাদের তো ঠান্ডা, অতিরিক্ত জ্বর, ঠান্ডা কাশি তারপরে কানের সমস্যা, দাঁতের সমস্যা, গলার টনসিলের সমস্যা, অনেকের এন্টিবায়োটিক আছে, আমাদের লিউকোরিয়াও আছে যে ঐটার মধ্যেও এন্টিবায়োটিকটা লাগে, তারপরে আছে কাঁটা ছিড়া ঘা

প্র: হুম।

উ: এগুলার জন্য এন্টিবায়োটিক আছে, এন্টিবায়োটিক তো অনেক কাজে

প্র: এরমধ্যে কোন গ্রুপগুলো সবচে ভালভাবে কাজ করে?

উ: কোন গ্রুপের? এখন সেকেন্ডারি মনেকরেন আমাদের তো প্রথম যে এমোক্সিসিলিন গ্রুপটা এটা তো আমাদের সরকারি এইটা কিন্তু এমোক্সিসিলিন গ্রুপ, এই গ্রুপেরই তো কোম্পানি বিভিন্ন নাম বাইর করে, গ্রুপের এমোক্সিসিলিন গ্রুপেরই অনেক কোম্পানি অনেক নাম দিয়ে ওষুধ গুলো বাইর করে, আর সেকেন্ডারি যেহেতু এজিথ্রোমাইসিন যে সিরাপ যে গ্রুপটা আছে, এইটা হলো সেকেন্ডারি এইটা আমাদের সরকারের যখন সাপ্লাই থাকে, এজিথ্রোমাইসিন নামে আসে কিন্তু যখন কোম্পানীরা নাম বাইর করে তখন বিভিন্ন নাম দিয়েই বের করা হয়। ঐরকম হাই দেখা যায় যে বললাম না প্রথমে তো আমরা প্রথম নরমালটা দিয়ে চেষ্টা করবো, তারপরে সে হাইটা দিয়ে চেষ্টা করবো, যে তার ভিতরে কতখানি লেভেলে ই টা আছে, তা আমি হাই দিয়ে চেষ্টা করবো না নরমাল দিয়ে, প্রথমে চিকিৎসাটা কিন্তু নরমাল দিয়েই করা ভাল, শুরু করা ভাল, তারপরে হাইটা দেওয়া ভাল।

প্র: আপা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বলতেছিলেন, আপা এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ আমরা কিভাবে মোকাবেলা করা যায়, যাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না হয় এইজন্য আমরা কি করতে পারি?

উ: ঐ মানে আমাদে ইটা ঠিকমতো করতে হবেই, বলে কি যে আমাদের হিস্টোরিটা ঠিকমতো নিতে হবে, হিস্টোরিটা বয়স, তার আগের ইতিহাস, তার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা এই ওষুধে, কোন ওষুধে তার

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা, তার এরকম হিস্টোরি নেওয়ার পরে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এরকম ওষুধ তাকে দিলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবেনা, তার শরীরে ক্ষতি হবেনা, আর যদি ওরকম আমরা হিস্টোরি না নিয়ে আমরা হুট করে ওষুধ দিয়ে দিলাম, তাহলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটা হতে পারে, যদি আমরা সঠিক ই টা করতে পারি, তাহলে মনেহয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটা কম হবে আরকি এটা কমানো যাবে।

প্র: একটা কথা বলতেছিলেন যে রেজিস্টেন্সটা এন্টিবায়োটিকের, এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সটা কি? এন্টিবায়োটিকের রেজিস্টেন্ট ঐযে আমরা যদি ধরেন ডোজটা যদি ঠিকমতো না খায়।

উ: হুম।

প্র: তাহলে আপনি এটা বলতেছিলেন যে এটা কাজ করবে না, এই বিষয়ে রেজিস্টেন্ট এর বিষয়গুলো কি জানেন?

উ: এতটা জানিনা একটু একটু জানি (হাসি)

প্র: আচ্ছা বলেন তাইলে?

উ: হয়নাই আপনের অনেক..

প্র: তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সটা কেন হয়? এই এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সটা কেন হচ্ছে?

উ: ঐযে আমরা মানে ঠিকমতো এন্টিবায়োটিক গুলা প্রয়োগ করতেছিনা।

প্র: জ্বী

উ: ঠিকমতো আমরা মনেকরেন যে টাইম মেইনটেইন করতেছিনা, আর ঠিকমতো টাইম মেইনটেইন না করলেই তো এইটা ভিতরে যে আমাদের ব্যাকটেরিয়াগুলা আছে ওরা ঐ ই বলে যে আমাদের এইটা দিয়ে এই করতেছে, যে আমরা আরো শক্তিশালী হবো।

প্র: হুম।

উ: ঐখান থেকে মানে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে তারা হাজার হাজার, হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া তৈরী করে অনেক বড় একটা চেইন তৈরী কইরা ফেলে।

প্র: হুম।

উ: তৈরী কইরা ফেললে তখন ঐ যখন ডোজগুলা যে একবার ডোজ মিস করে, আরেকবার ডোজ করলো তাও কাজ হবেনা, ঐটা কাজ হবেনা, ঐটা এখন..ঐটাই আমার মনেহয় যে এন্টিবায়োটিকগুলা যে টাইম মেইনটেইন করে খাওয়াটা

প্র: হুম হুম।

উ: ঘড়ির কাটা দেখে, ছয় ঘন্টা হোক আর চাইর ঘন্টা, ঐযে ডাক্তাররা বলে যে এটা চার ঘন্টা পরপর খাওয়াবেন ঘড়ির কাটা দেখে, ডাক্তারটা তো এই কথাটাই বলে জানি ভিতরে ঐ আমাদের ব্যাকটেরিয়া গুলা..ঐ প্রথম ডোজটা যে আমি খাইলাম ও নির্জিব হইয়া গেল কিন্তু।

প্র: জ্বী।

উ: যখন আমি দ্বিতীয় ডোজটা খাবো তখন..যখন খাবনা তখন ঐ নির্জিবটা কিন্তু আবার সচল হয়ে গেল।

প্র: জ্বী।

উ: সচল হয়ে ও কিন্তু শক্তিশালী হইতে থাকলো, তখন তৃতীয় ডোজ খাইতে যাব তহন কিন্তু কাজ হবেনা। তহন ও আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে।

প্র: তারমানে এইটাকে কন্টিনিউ

উ: কন্টিনিউ

প্র: পুরো কোর্সটা শেষ করতে হবে।

উ: কিন্তু সঠিক টাইমে।

প্র: সঠিক টাইমে।

উ: সঠিক টাইম যদি মেইনটেইন না করে কিন্তু.. ঐ না করলেও কিন্তু ঐ ব্যাকটেরিয়া গুলা ই হবেনা।

প্র: এই মরবে না।

উ: মরবে না

প্র: তো আপা এই তাইলে সঠিকভাবে এই নিয়মটা মেনে চলতে হবে।

উ: নিয়ম মেনে চলতে হবে।

প্র: মানুষ তো এইটা এই মেনে চলেনা, না চলার কারণ কি? আপনারা তো মানুষের সাথেই কাজ করেন একদম মাদের সাথে কাজ করে।

উ: হুম।

প্র: একটা বললো যৌথ সংসার পারিবারিক কাজ

উ: হ্যা হ্যা..হ্যা।

প্র: আর কোন সমস্যা কি তারা মনেকরে যে এইটা, ওষুধের কোন সমস্যা মনেকরে কিনা?

উ: ওষুধে সমস্যা মনেকরেনা, আমার মনেহয় ওষুধের তো সম..ওষুধ তো খাওয়ার জন্য অরা ডাক্তারের কাছে যায় ওষুধ আনে, টাইম মেইনটেইন করে, ওরা মনেকরে যে ওষুধ এক সময় খাওয়াইলেই হইলো। টাইম মেইনটেইনটা ওরা করেনা যে খাওয়াইতে বলছে তিনবেলা, আমি সকালে খাওয়াইছি দুপুরেরটা আমার টাইম হইছে, তখন খাওয়াইলাম না দুইঘন্টা পরে খাওয়াইলাম, আমার তো দুইবেলা হইলো আবার তো রাত্রে..যখন যখন খাওয়ার সময় দশটা বাইজা গেছে, তহন মনেহইছে..এগারোটায় মনেহইছে তহন তো খাওয়াইনাই, রাত্রে তহন এই যে

এই টাইম মেইনটেইনটা হয়না, কিন্তু অরা ওষুধটা ঠিকমতোন খাওয়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু টাইম মেইনটেইনটা করেনা।

প্র: এটার জন্য কি করা যেতে পারে কিভাবে হবে হলে আপনার পরামর্শটা কি থাকবে?

উ: আমার পরামর্শ যে উনাদের বলে পরামর্শটা দিতে হবে, যে দেখেন আপা যে এই এন্টিবায়োটিক ওষুধগুলা যে এমুন পর্যায়ে যে টাইম টু টাইম যদি আপনি না খাওয়ান, তাহলে আপনার বাচ্চার রোগটা আরো বড় ধরনের আকার করতে পারে।

প্র: এই কথা তো আপা আপনি প্রতদিনই বলতেছেন, গলা চিল্লায় বলতেছেন তাদেরকে মা বাবারা শুনতেছে না।

উ: হ্যা।

প্র: তাইলে আমরা কি করতে পারি, আপনারা আমরা সবাই মিলে কি করা যেতে পারে, বললে যাতে তারা এইটা মনেরাখে, এই নিয়মগুলো ফলো করে এইটার জন্য কিভাবে বললে, কি করলে তারা এই বিষয়গুলো শুনবে?

উ: এন্টিবায়োটিকের ওষুধটা মানে কিভাবে মা'দের সহজ ভাবে বললে সেই..

প্র: বা কোন মাধ্যমে কি তাদেরকে জানানো যায় কিনা যে এইভাবে, বিভিন্ন মাধ্যম আছেনা যে তাদেরকে আরো বেশি এইটার প্রতি এটেনশন নিয়ে আসা, আরো তাদেরকে এই নিয়মগুলোর প্রতি যাতে তারা ফলো করতে পারে, এই বিষয়গুলো তাদেরকে শুনানো জানানো, কোন মাধ্যম বা

উ: হ্যা, উনাদের কোন ফ্লিপচার্ট দেখাইয়া ই করা যেতে পারে, অনেক মহিলারাও তো অনেক ছবি দেইখাও ই করতে পারে, ফলো করতে পারে।

প্র: হুম

উ: অনেক মায়েরা, আবার অনেক মায়েরা আবার ই দেইখাও করতে পারে, আযান

প্র: হুম। [৫০:৩৪ মিনিট]

উ: মানে কোন মাধ্যম যে এই বেলাটুকু যে সকাল হলো, সকাল বেলা উঠেই যে আছে তুমি আর কিভাবে কথা গুলা বলবো যে এই কয়টা সময় যে আযান দেয়, আযানের সময় তুমি এই মেইনটেইন করবা, আমরা টাইম যখন হিসাব করে বলবো যে ঐ টাইম টুকু কিভাবে হয়, ঐভাবে আমরা তাদেরকে মোটিভেশন করতে পারি। যে আপা এই যে একটা সময় আযান দেয় আপনি দুপুরের খাবার এই ওষুধটা খাওয়াবেন, অথবা আবার ঐখান থেকে ডিফারেন্স করে, যে আট ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা ডিফারেন্স করে ঐ বেলাটা আসরের আযান বা মাগরিবের আযান এরকম হয়, ঐরকম করেও মোটিভেশন করতে পারি, কোন ফ্লিপ চার্ট দেখাইয়া করতে পারি, এরকম কইরা পরামর্শ দিতে পারি। আমাদের ক্লায়েন্টদের এরকম করতে পারি।

প্র: তো আপা এই যে ওষুধ আপনাদের কাছে এখানে পাঠাচ্ছে বা আপনারা পাচ্ছেন, এজন্য কি কোন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আসে আপনাদের এগুলি দেখার জন্য?

উ: ওষুধ।

প্র: ঐ ওষুধগুলি যেগুলি আপনাদের কাছে পাঠায়।

উ: হুম।

প্র: ওগুলো মনিটরিং করার জন্য কোন ওষুধ

উ: রিপ্রেজেন্টেটিভরা আসে।

প্র: রিপ্রেজেন্টেটিভ না, সরকারি

উ: সরকারের থেকে কোন ই আসে কিনা টিম আসে, সংস্থা আসে

প্র: সংস্থা

উ: আমাদের তো মনেকরেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ওষুধগুলা দেয়, ওখান থেকে আমাদের মনেকরেন অফিস থিকাই আমাদের তদারকি করতে আসে, কোন উপর থেকে কোন ই আসে অডিট করতে, মনেকরেন পাঁচ বছর চার বছর পরে যে আমাদের স্টক খাতা আছে রেজিস্টার খাতা আছে, স্টক খাতা গুলা রেজিস্টার খাতাগুলা মেইনটেইন করে যে ঠিক আছে কিনা। মনেকরেন সব সময় আসেনা দেখা যায় বছরে দুই বছরে তিন বছরে, দেখা যায় এমুনও আছে পাঁচ ছয় বছরের আগের খাতা খুইলাও এখন আইসা দেখতে চাইতে পারে।

প্র: অডিট।

উ: যে ছয় বছরের ওষুধের হিসাব। আর এমনে ওষুধের হিসাব নিকাশ এগুলা আমাদের উপজেলায় যে স্যারগুলা আছে, ইউএফও স্যার, এমও স্যার, মেডিকেল স্যার। এরা দেখা যায় মাসে দুই মাসে এরকম ভিজিটে আসে, আসলে তদারকি করে, যে আমাদের খাতা মেইনটেইনগুলা ঠিক আছে কিনা। পরিদর্শন করে।

প্র: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে এমন কোন নিতীমালা সম্পর্কে আপনি জানেন কিনা?

উ: এন্টিবায়োটিকের...

প্র: ব্যবহার যে করতে হবে এইটার নিতীমালার দরকার যে মানুষকে কোনটা কখন দিতে হবে, এ ধরনের নীতিমালা সম্পর্কে জানেন?

উ: এইটা মনেকরেন যে আমাদের ওষুধের যে আগে কিটগুলা দিতো, ঐখানে যে একটা ই থাকতো চার্ট থাকতো, মানে কোন ওষুধ কি পরিমাণ কত বয়সে এরকম একটা আমাদের চার্ট দিতো, ঐ চার্ট আমরা ওষুধ আরকি ই করতাম।

প্র: ডিস্ট্রিবিউশন। কিন্তু সরকারি কোন নীতিমালা আছে কাকে আমি এন্টিবায়োটিক কাকে দিতে পারব।

উ: না না ঐটার কোন নীতিমালা নাই আমাদের সরকারি ইসে আরকি দেয়, কাকে দিব কাকে দিব না এইটার কোন ই নাই।

প্র: আপনার কাছে কি মনেহয় এই এন্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য কোন নীতিমালা

উ: নীতিমালা থাকার দরকার।

প্র: কেন?

উ: সবাই তো মনেকরেন এন্টিবায়োটিকের আন্ডারে পড়ে না, এইডা তো নীতিমালাম ঐটা মনেকরেন যে জানা থাকলে যে এরকম জাতীয় রোগীরা এই এন্টিবায়োটিক পাবে, এরকম এরা পাবেনা, এইটা জানা দরকার না? কিন্তু সবাইতো চায় এন্টিবায়োটিক।

প্র: হুম হুম।

উ: সবাই তো চায় এন্টিবায়োটিক কিন্তু এইটা ঐ সরকারের থেইকা একটা নির্দেশনা থাকলে, ঐ ক্লায়েন্টকে বুঝাইলে যে এই যে দেখেন যে আপনেদের এইখানে একটা নীতিমালা আছে, যে এদের দেওয়া যাবে এদের দেওয়া যাবেনা। এইটা যদি অভ্যস্ত হয় তাইলে সবাই আইসা এন্টিবায়োটিক সরাসরি চাবে না।

প্র: আপনার কাছে কি মনেহয় যে কিছু সেবাদানকারী মানুষ আছে যারা সেবা দেয়, তারা অযৌক্তিক ভাবেও এন্টিবায়োটিক প্রদান করে থাকে। নট অনলি যে এই লেভেলে, আপনের যে ড্রাগ ফার্মেসি আছে বিভিন্ন ডাক্তার আছে যারা এগুলা লিখতেছে।

উ: হুম..

প্র: সেক্ষেত্রে কি মনেহয় যে দরকার নাই, তাও এন্টিবায়োটিক লিখতেছে, কিভাবে হয়।

উ: আমার মনেহয় এরকম দেখা যায় অনেক ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন দেখলেই দেখবেন, কিবা একটা বাচ্চারে ডাক্তার দেখাইতে গেছে, দেখা যায় পাঁচ ছয় সাত পদের আইটেমও ওষুধ লিখে ফেলছে। এটা কি মানে যুক্তিকর তো ই না। একটা বাচ্চা সাত পদের পাঁচ পদের ওষুধ কি খাইতে পারে? দেখা যায় সাধারণ জ্বর ঠান্ডা, একটা সে প্যারাসিটামল দিতে পারে, একটা নরমাল এন্টিবায়োটিক দিতে পারে শেষ কিন্তু সে তাকে একটা হাইয়ার এন্টিবায়োটিক দিতেছে, প্যারাসিটামল কাশের, তারপরে দেখা যায় ভিটামিন, ভিটামিনও দিচ্ছে। ঐ ঠান্ডা কাশির সাথে তো ভিটামিনের কোন কাজ হবেনা।

প্র: এতগুলো ওষুধ দেওয়ার কারণ কি, কেন দিচ্ছে? আপনাদের কাছে কি মনেহয়?

উ: ঐটা ঐযে রিপ্রেজেন্টিভদের ইসের আমার...অদের পার্সেন্টেজ আছে, মনেকরেন এগুলা কথা বলতেছি আবার যেটা

প্র: না না, এইটা অসুবিধা নাই, এইটা হইছে আমরা আসলে প্রাকটিসটা কি, আপনে তো আপনার মতো এইটা কোথাও চাকরি করেন।

উ: একটা মনেকরেন যে এই ক্লিনিক গুলা বা যে ডাক্তারগুলা বসে, ওদের একটা ব্যবসা ক্লিনিক সাইটের ব্যবসা, ঐখানে রিপ্রেজেন্টিভরা যাচ্ছে, অরা মনেকরেন ভিজিট করতেছে, ওদের পার্সেন্টেজ দিতেছে, মানে ঐ লেখার জন্য। ডাক্তার কিন্তু বুঝতেছে যে এই ওষুধগুলা আমার লেখা উচিত না, কিন্তু রিপ্রেজেন্টিভরা যে অদের ই করতেছে, পার্সেন্টেজ দিতেছে, অদের যে ডাক্তারদের যে মোটিভেশন করতেছে, তাদের এ্যাডভাইস করতেছে। তার জন্য ডাক্তারে বাধ্য হয়ে দেখা যায় সব কোম্পানির একটা একটা ওষুধ লিখতে লিখতে, দেখা যায় সাত আটটা ওষুধ লেখা হইয়া যায়।

প্র: সবাইরে খুশি রাখতে হবে।

উ: হ্যা, তহন ঐ রিপ্রেজেন্টিভরা দেখা যায় প্রেসক্রিপশন নিয়ে যখন বের হই, ডাক্তারের ঘর থেকে..রিপ্রেজেন্টিভরা ফটো তোলা শুরু করে দেয়, যে কার কোম্পানি কার ওষুধ লেখে। তাদেরও তো উপর লেভেলে আছে যে তুমি কয়টা সেল করতে পারলা ওষুধ।

প্র: হুম।

উ: সেইরকম ই ভাবে, আমরাও যখন একটা ডাক্তারের কাছে যাই, দেখা যায় পাতা ভরে ফেলে ওষুধ লেখতে লেখতে, সেই ওষুধ খাইতে গেলেই ওষুধ খাইতে পেট ব্যাথা মানে ভইরা যায়, ঐ ওষুধগুলো খাইতে এরকম।

প্র: তো একজন ভোক্তা বা একজন রোগী হিসেবে কি আমি আসলে জানিনা যে কয়টা ওষুধ লাগবে।

উ: হ্যা। কিন্তু আমি যে জানিনা কিন্তু আমার ডাক্তার লিখে দিতেছে, ভাল মনেকরেই আমার ভাল মনেকরেই ডাক্তার লিখছে, আমার খাইতে হবে, ঐ মনেকরেই অনেক ক্লায়েন্টরা এরকম ওষুধ খাচ্ছে।

প্র: হু, আপা ভোক্তা অধিকার কি? ভোক্তা অধিকার এই যে আপনাদের কাছে যারা আসে, এই মা'রা আসছে, শিশুরা, যে কোন ধরনের রোগী আসতেছে, ভোক্তা অধিকার এদের কোন অধিকার বলতে আমরা কি বুঝি?

উ: অধিকারও, অধিকার ওদের সঠিক চিকিৎসাটা পাওয়ার অধিকার আছে, তাদের সঠিক ই টা সেবাটা পাওয়ার, অরা সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট পাওয়ার, সঠিকভাবে ওষুধ পাওয়ার, অদের গোপনীয়তা রক্ষা করার, ওদের মানে স্বাধীনতা, অদের ইচ্ছা মানে কথা বলার স্বাধীনতা, অদের মানে সমস্যার কথা বলার অধিকারটাও ওদের ই আছে। ওদের কথাগুলা অধিকার আছে, ওদের কথাগুলা শুনার ধৈর্য্যটাও আমাদের আরকি ধরতে হবে। আমাদের সবকিছু ধরতে হবে।

প্র: আপা এই মানুষজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় বেশি আসে বা কোথায় বেশি যায়? ভিজিট করে কোথায় বেশি, সাধারণ মানুষজনের কথা যখন আমরা চিন্তা করি।

উ: এন্টিবায়োটিক গুলা তো মনেকরেন আমাদের ইউনিয়ন লেভেলে তো এত এন্টিবায়োটিক আসেনা।

প্র: জ্বী।

উ: অরা বেশিরভাগই ফার্মেসিতেই মানে যায়, ওখানে ফার্মেসিতে গেলেই এন্টিবায়োটিক অদের তো বলতে হয়না। ফার্মেসিতে গেলে অরা অলরেডি এন্টিবায়োটিক বাইর কইরা দিয়া দেয়, অদের আর আমাদের মায়েদের বলতে হয় না যে এই এন্টিবায়োটিক দেন। ফার্মেসিতে যদি যাইয়া বলে যে আমার এই এই সমস্যা তহন অর অলরেডি এন্টিবায়োটিক বাইর কইরা দিয়া দেয়।

প্র: তারমানে এই ফার্মেসিগুলোতে বেশি যাচ্ছে।

উ: হ্যা।

প্র: আপা আমরা একদম শেষের দিকে বিষয়টা হইছে যে এখন ওষুধের যে স্টকটা আপনাদের কাছে আছে।

উ: হুম।

প্র: মেয়াদ উত্তীর্ণর একটা বিষয় থাকে।

উ: হুম হুম।

প্র: তো আপনার এইখানে যদি কোন ওষুধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

উ: হুম।

প্র: তাহলে এগুলো কি করেন, কিভাবে আপনারা..

উ: এইটা আমরা আবার ই করা হয়, আমরা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আমরা উপজেলার উর্দ্ধতন কতৃপক্ষদের চিঠির মাধ্যমে জানাই, জানানোর পরে স্যাররা আমাদের পরামর্শ দেয় যে আপনার মেয়াদ উত্তীর্ণ ই গুলা, স্টকগুলা যে কত পরিমাণ আছে চিঠি দেন উপজেলায়, চিঠি দিয়ে জানিয়ে ওখানে রেকর্ড রাখি, আমাদের অফিসে রেকর্ড রাখি, তারপরে বলে যে এগুলো পুড়িয়ে ফেলে দেন। অথবা গর্ত করে মাটিতে পুতে রেখে দেন।

প্র: এগুলো কি আপনারা করেন?

উ: হুম

প্র: করেন?

উ: হ্যা নিয়মিত আমরা ওরকম করি মেয়াদোত্তীর্ণ আমরাও সরকারের ই তো আমাদের নষ্ট করার কোন ই নাই, ফেলার, আর ঐটার রেকর্ড রাখতে হবে।

প্র: হুম।

উ: মেয়াদোত্তীর্ণ হইলে ঐটার রেকর্ডও রাখতে হবে আর ঐভাবে নষ্টও করতে হবে।

প্র: এইটাকি সবাই ঐ প্রাকটিসটা করে, যত এফডাব্লিউভি আছেন, আপনারা বা

উ: হ্যা

প্র: বা সব গভঃমেন্টের ইয়েগুলো?

উ: হ্যা, গভঃমেন্ট তো আমরা এই নিয়মও পালন করি।

প্র: এই নিয়ম পালন করেন?

উ: হ্যা

প্র: আর আমাদের আপা শেষ আমি এখন শুনবো হচ্ছে যে লাস্ট কোশ্চেন সেটা হইছে যে, গর্ভবতী মা'দের কি সিজার এইখানে হয়?

উ: না ইউনিয়ন লেভেলে তো কোন সিজার নাই।

প্র: বা।

উ: নরমাল ডেলিভারী আছে।

প্র: নরমাল ডেলিভারীগুলো হয়?

উ: হ্যা হ্যা।

প্র: সেক্ষেত্রে কি তাদেরকে কোন এন্টিবায়োটিক?

উ: হ্যা এন্টিবায়োটিক আমরা দেই, এমোক্সিসিলিন দেই প্যারাসিটামল দেই, আর মেট্রোনিডাজল দেই, মেট্রোনিডাজলও এন্টিবায়োটিক একটা ট্যাবলেট।

প্র: আচ্ছা, ঐটা কিসের জন্য?

উ: এইটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য..আমরা যে গর্ভবতী ডেলিভারী করি, তহন তো জরায়ুর মুখ খোলা থাকে, তখন ব্যাকটেরিয়া জানি ভিতরে যাইয়া জীবাণু নরম জাগায় সেনসেটিভ জাগা, স্যাতস্যাতে জাগা, সেইটার জন্য জানি কোন ব্যাকটেরিয়া আমাদের ওখানে ই না করতে পারে, এফেক্ট না করতে পারে তারজন্য আমরা ঐ মেট্রোনিডাজলটা দেই। আর এমোক্সিসিলিনটা দেই যেন ঐখানে ছিড়া ফাটা ভিতরে যদি, আমরা তো চোখে নাও দেখতে পারি, ভিতরে ছিড়ে ফেটে যেতে পারে, ঐটার জন্য। প্যারাসিটামল দেই ব্যাথার জন্য।

প্র: এগুলো কোনটা কোন গ্রুপের ওষুধ আপা?

উ: এ্ইগুলা তো সব গ্রুপেরই নাম।

প্র: এমোক্সিসিলিন

উ: এমোক্সিসিলিনও গ্রুপ এটা সরকারের থেকে কোন এইটা অন্যকোন নাম না, এটার সব দেখবেন প্যারাসিটামলও অন্যকোন একটা ট্যাবলেট কিনবেন, নিচে কিন্তু প্যারাসিটামল লেখা ঐটা রোগ, প্যারাসিটামলের রোগ, মোট্রোনিডাজল রোগ, মেট্রোনিডাজলেরও মনেকরেন অন্য কোম্পানি দিলে ঐ ই দেয়, কিজানি ঐ এমোডিস আছে বিভিন্ন মেট্রিল আছে অন্যান্য কোম্পানির নাম, কিন্তু গ্রুপটা হলো মেট্রোনিডাজল।

প্র: মেট্রোনিডাজল?

উ: হ্যা। এমোক্সিসিলিন ঐটাও গ্রুপ, কিন্তু্এমোক্সিসিলিন গ্রুপেরও কো্ম্পানিরা অন্য নাম দিতে পারে, অন্যান্য নাম আছে। অন্য ই নাম আছে কিন্তু সরকারি যে কোন ওষুধই আসবো আমাদের গ্রুপের নামেই আসবে, কিন্তু অন্যান্য কোন নামে আসবে না।

প্র: এরকম কোন তালিকা কি আপনার কাছে আছে, যে কয়টা ওষুধ আছে এখানে যে এন্টিবায়োটিকটা, কয়টা গ্রুপের ওষুধ আছে আর কয়টা?

উ: না আমাদের এরকম কোন তালিকা নাই।

প্র: অন্য

উ: না না, না এটায় কোন আমাদের তালিকা নাই।

প্র: যদি আমরা জেনারেশন ভাগ করি, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন।

উ: থার্ড জেনারেশন।

প্র: তাইলে কোনটা কোন জেনারেশনে পড়ে?

উ: এমোক্সিসিলিনটা প্রথম জেনারেশনে পড়ে, তারপরে সেকেন্ড জেনারেশনে মনেকরেন, থার্ড জেনারেশনে কোনটা তা জানিনা, এজিথ্রোমাইসিন জানি যে সেকেন্ড ইয়ারি, থার্ড জেনারেশনে ঐটা আমি জানিনা সঠিক যে এইটা কোনটা পড়ে, ঐ দুইটাই আমি জানি। এই দুইটা এন্টিবায়োটিকের ই টি জানি।

প্র: তাইলে আপনার এখানে এন্টিবায়োটিক কয়টা আছে?

উ: একটা, প্রথম জেনারেশন এমোক্সিসিলিন।

প্র: শুধু প্রথম জেনারেশন।

উ: হ্যা হ্যা।

প্র: ওকে আপা অনেক ধন্যবাদ, আপনার যদি কোন কোশ্চেন থাকে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আশা করি আপনি যে ধরনের তথ্যগুলো দিয়েছেন এগুলো আমাদের গবেষণাকে অনেক সমৃদ্ধ করবে, অনেক ভাল থাকবেন আসসালামু অলাইকুম।

উ: অলাইকুইম আসসালাম..কথা কইতে কইতে

.....সমাপ্ত.....